মেহেরপুরে জামায়াতের অভিযোগের পর যুবদলের প্রতিবাদ

মেহেরপুর জেলা জামায়াতের সংবাদ সম্মেলনে চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস, ব্যবসায়ীদের নির্যাতন ও টর্চার সেলের মতো গুরুতর অভিযোগে যুবদলের নাম জড়ানোর প্রতিবাদ জানিয়েছে মেহেরপুর জেলা যুবদল। সংগঠনটির দাবি, অভিযোগে উল্লেখ করা মিঠুন যুবদলের কোনো ইউনিটের কোনো পদে দায়িত্বশীল নন। তাঁর ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ডের দায় সংগঠন নেবে না।

গত শুক্রবার জামায়াতের সংবাদ সম্মেলনে এসব অভিযোগ উত্থাপনের এক দিন পর গতকাল শনিবার জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ ও সাধারণ সম্পাদক মো. কাওছার আলী স্বাক্ষরিত এক প্রতিবাদলিপিতে এ প্রতিক্রিয়া জানানো হয়।

লিপিতে বলা হয়, যুবদলের নাম ও পরিচয় ব্যবহার করে কেউ চাঁদাবাজি, দখলবাজি, সন্ত্রাস কিংবা সাধারণ মানুষকে হয়রানি করলে তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ও আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হচ্ছে। অপরাধীর কোনো দলীয় পরিচয় থাকতে পারে না। অভিযোগের সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত অপরাধীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

এতে আরও বলা হয়, কোনো ব্যক্তির কর্মকাণ্ডের দায় প্রমাণ ছাড়া একটি বৃহৎ রাজনৈতিক সংগঠনের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা গ্রহণযোগ্য নয়। যুবদলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার উদ্দেশ্যে ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বক্তব্য দেওয়া থেকেও সংশ্লিষ্টদের বিরত থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে।

প্রতিবাদলিপিতে জেলা যুবদল আরও দাবি করে, সংগঠনটি কোনো সন্ত্রাসী বা চাঁদাবাজকে প্রশ্রয় দেয় না। যুবদল সব সময় সাধারণ মানুষের পাশে ছিল, আছে এবং থাকবে।

মেহেরপুরে ছাত্রদল, যুবদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের মিছিল-সমাবেশ

‎দেশ-বিরোধী ষড়যন্ত্র পরিকল্পিতভাবে দেশে অস্থিতিশীল নৈরাজ্য সৃষ্টির অপচেষ্টার বিরুদ্ধে মিছিল ও সমাবেশ করেছে মেহেরপুর জেলা ছাত্রদল, যুবদল ও স্বেচ্ছাসেবক দল।

শনিবার বিকাল সাড়ে পাঁচটার দিকে মেহেরপুর সড়ক ও জনপদ অফিসের সামনে থেকে একটি মিছিল বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে সরকারি মহিলা কলেজ রোডে গিয়ে শেষ হয়।

এর আগে সেখানে জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদের সভাপতিত্বে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)’র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও মেহেরপুর ১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক ও পৌর বিএনপি সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজির, সদর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক শহিদুল ইসলাম সেন্টু, জেলা কৃষক দলের আহবায়ক মাহবুবুর রহমান।

বিক্ষোভ মিছিলে মেহেরপুর জেলা যুবদল, ছাত্রদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতৃবৃন্দরা অংশগ্রহণ করেন।
‎

ঝিনাইদহে ডেঙ্গু প্রতিরোধে

যুবদলের পরিচ্ছন্নতা অভিযান

ঝিনাইদহে ডেঙ্গু প্রতিরোধে পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করেছে জাতীয়তাবাদী যুবদল।

শনিবার (১৯ সেপ্টেম্বর) সকালে শহরের এইচ এস এস সড়কের জেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনে এ কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড. এম এ মজিদ।

সেসময় জেলা যুবদলের সভাপতি আহসান হাবীব রনক, সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম পিন্টু, সহ-সভাপতি আরিফুল ইসলাম আনন, নাসের আহম্মেদ সোহাগ, আবুল কালাম আজাদ সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক আবুল বাশার বাশি, সাংগঠনিক মোস্তাক আহম্মেদ, যুগ্ম সম্পাদক ইমতিয়াজ আহমেদ সোহেল, সদর থানা যুবদলের আহ্বায়ক আশরাফ হোসেন, সদস্য সচিব জুলফিকার আলী ভুট্টো, পৌর যুবদলের আহ্বায়ক মনিরুজ্জামান মামুন, সদস্য সচিব মুক্তার হোসেনসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

অভিযানে যুবদলের নেতাকর্মীরা এইচ এস এস সড়ক, পায়রা চত্বর, পোস্ট অফিস মোড়, কেসি কলেজ এলাকাসহ বিভিন্ন এলাকার সড়ক, ড্রেন ও আশপাশের জমে থাকা ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করেন। একই সঙ্গে এডিস মশার প্রজননস্থল ধ্বংস করতে ফগার মেশিন নিয়ে মশক নিধন ঔষধ স্প্রে করেন। পাশাপাশি বাসাবাড়ি ও আশপাশের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়ে স্থানীয়দের সচেতন করেন।

দর্শনায় ছাত্রদল-যুবদলের বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভা

দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনায় আওয়ামী যুবলীগের মশাল মিছিলের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভা করেছে দর্শনা পৌর ও থানা ছাত্রদল-যুবদলের নেতাকর্মীরা।

বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে দর্শনা পৌর বিএনপির

সমন্বয়ক ইকবাল হোসেন ও নাহারুল ইসলাম মাস্টারের নেতৃত্বে এ বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে পথসভায় মিলিত হয়।

পথসভায় সভাপতিত্ব করেন দর্শনা থানা যুবদলের নেতা আরাফাত হোসেন। এতে বক্তব্য দেন দর্শনা পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি হাজী খন্দকার শওকত আলী, দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয়ক লুৎফর রহমান, ইকবাল হোসেন ও নাহারুল ইসলাম মাস্টার।

বক্তারা বলেন, গত মঙ্গলবার (১ সেপ্টেম্বর) রাত ১১টার দিকে আওয়ামী যুবলীগের কর্মীরা দর্শনা দুধপাতিলা বিল সড়কে মশাল মিছিল করেন। এর প্রতিবাদে দর্শনা থানা ও পৌর বিএনপি এবং অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা এ বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভার আয়োজন করেন।

বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভায় ছাত্রদল, যুবদলসহ বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবসে মেহেরপুরে যুবদল-ছাত্রদলের মিছিল, পুষ্পমাল্য অর্পণ

জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা যুবদল ও ছাত্রদলের উদ্যোগে বর্ণাঢ্য মিছিল, পুষ্পমাল্য অর্পণ এবং দোয়া- মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার সকালে মেহেরপুর শহরের বোসপাড়া বিএনপি কার্যালয়ের সামনে থেকে যুবদল ও ছাত্রদলের একটি মিছিল বের হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে কলেজ মোড় এলাকায় জুলাই গণঅভ্যুত্থানের স্মৃতিসৌধে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে শহীদদের স্মরণে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়।

বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন বলেন, ১৭ বছর গুম, খুন, জুলুম,

নির্যাতন সর্বশেষ জুলাইয়ে রক্তাক্ত গণজাগরণের মধ্য দিয়ে আমরা ফ্যাসিবাদী সরকারের পতন ঘটাতে পেরেছিলাম। ফ্যাসিবাদী সরকারের পতনের পর দীর্ঘ সময় অনেক তালবাহানার মধ্য দিয়ে একটি গণতান্ত্রিক নির্বাচনের বিএনপি এদেশের জাতীয়তাবাদী দল তারেক রহমানের নেতৃত্বে জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ১২ই ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল সরকার ক্ষমতায় এসেছে।

ভাইয়েরা আমার চোখ কান খোলা রাখবেন সরকারকে ব্যর্থ করার ষড়যন্ত্র চলছে। সরকারকে আধিপত্যবাদী শক্তি ভারতীয় দালাল অনুচল আজকে আবারো মাঠে নামার পায়তারা চালাচ্ছে। একটাই উদ্দেশ্য আমাদের স্বপ্নের বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ নির্মাণে বাধা দিতে চান। কেউ কেউ বলছেন বিএনপিকে ফেলে দিতে ৭২ ঘণ্টার বেশি সময় লাগবে না। ১৭ বছর হাসিনা চেষ্টা করেছে বন্দুক ঠেকিয়ে বিএনপি’র কর্মীরা রাজপথ ছাড়েনি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজির, জেলা শ্রমিক দলের সভাপতি আহসান হাবীব সোনা, জেলা তাঁতি দলের সভাপতি আরজুল্লাহ মাস্টার বাবলু, জেলা যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান রোকন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইদুর সুজন, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের সভাপতি আবুল হাসান এবং পৌর যুবদলের সদস্য সচিব নওশেল আহমেদ রনিসহ বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

অনুষ্ঠানের শেষে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা এবং আহত ও পঙ্গুত্ব বরণ করা ব্যক্তিদের সুস্থতা কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

মেহেরপুর পৌর যুবদলের আলোচনা

সভা ও র্যালি অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর পৌর যুবদলকে সু-সংগঠিত করার লক্ষ্যে আলোচনা সভা ও র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রবিবার বিকেলে কমিউনিটি সেন্টারের সামনে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আলোচনা সভায় মেহেরপুর জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি বাবু সাবের, পৌর যুবদলের আহবায়ক সামিউল ইসলাম লিজন, যুগ্ম আহবায়ক সুরুজ বাবু, রিপন খাঁন, জানাব আলী, তৌফিক ইসলাম শিমুল বিশ্বাস, সোহেল হোসেন, সদস্য সচিব নওশেদ আহমেদ রনি বক্তব্য রাখেন।

এছাড়াও সদস্যের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন শেখ মোঃ শরিফুল ইসলাম শরিফ, মফিজুল ইসলাম, সিরাজুল ইসলাম উইলভার, ফিরোজ হোসেন,নজরুল ইসলাম নুরু, হুমায়ন কবীর, মিনারুল ইসলাম, সরোয়ার হোসেন, সজল খান, রফিকল ইসলাম রফিসহ আরও অনেক উপস্থিত ছিলেন।

উপস্থিত বক্তারা বলেন, খুনি হাসিনার আমলে আমরা অনেক নির্যাতন নিপীড়ন হামলা মামলার খেয়ে রাজপথে ছিলাম, কিন্তু আজকে দেখছি আমাদের মূল্যায়ন করা হচ্ছে না, মূল্যায়ন করা হচ্ছে নেতাদের মামা খালা খালু চাচা এসকল নেতাদের মূল্যায়ন করা হচ্ছে। আমরা মেহেরপুর পৌর যুবদল একত্রিত হয়ে সামনে আমরা একসাথে থাকার অঙ্গীকার করেন।

আলোচনা সভার শেষে কমিউনিটি সেন্টারের সামনে থেকে একটি র্যালি বের হয়ে পাবলিক লাইব্রেরি মোড়ে গিয়ে শেষ হয়।

ঝিনাইদহে চাঁদাবাজির অভিযোগে যুবদল নেতাকে ফাঁসানোর প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

ঝিনাইদহে সালিশের নামে চাঁদাবাজির নাটক সাজিয়ে যুবদল নেতাকে ফাঁসানোর অভিযোগ উঠেছে। সালিশে রাজি না হওয়ায় ও ভিকটিমের পরিবারের পক্ষে কথা বলার কারণে যুবদল নেতাকে কৌশলে ফাঁসানো

হয়েছে বলেও দাবি করেছেন সনাতনী সম্প্রদায়ের কয়েকজন।

ওই ঘটনার প্রতিবাদে ভুক্তভোগী সনাতনী সম্প্রদায়ের ব্যানারে সংবাদ সম্মেলনে এসব অভিযোগ করা হয়।

সোমবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত অভিযোগ করেন ভুক্তভোগী প্রেমা রানী সাহা।

ভুক্তভোগী নারী তার বক্তব্যে জানান, ফরিদপুর সদর উপজেলার বোয়ালমারি এলাকার প্রণয় সাহার সঙ্গে তার বিয়ে হয়। পরে নানা কারণে বনিবনা না হওয়ায় ওই নারী তার স্বামীকে তালাক দেন।

এ নিয়ে স্বামীর পরিবারের লোকজন ওই নারী সহ তার বাবা, মা কে হত্যার হুমকি দেয়। এতে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ওই নারী ও তার পরিবারের সদস্যরা প্রতিবেশী যুবদল নেতা আতিয়ার রহমানের স্মরণাপন্ন হন।

আতিয়ার রহমান ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মধুহাটি ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি ছিলেন। পরে যুবদল নেতা আতিয়ার রহমান ওই নারীর তালাকপ্রাপ্ত স্বামী ও স্বজনদের সঙ্গে মোবাইল ফোনে কথা বলেন।

সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করা হয়, ফরিদপুরের প্রণয় সাহা তার সাবেক স্ত্রীর প্রতিবেশী ও যুবদল নেতা আতিয়ারকে চাঁদার বিনিময়ে পারিবারিক সমস্যা সমাধান করার অনুরোধ জানায়।

ওই সময় যুবদল নেতা আতিয়ার ও ভুক্তভোগী নারী প্রেমা সাহা ও তার স্বজনরা মোবাইল ফোনের কথোপকথন শুনেন। এক পর্যায়ে আতিয়ার রহমান চাঁদা বা অনৈতিক ভাবে অর্থ লেনদেনের বিনিময়ে পারিবারিক সমস্যা মিটিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানায়।

এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওই নারীর তালাকপ্রাপ্ত স্বামী কথোপকথনের একটি রেকর্ড কাটছাট করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়। বিষয়টি নজরে এলে সম্প্রতি ঝিনাইদহ জেলা যুবদলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক স্বাক্ষরিত আদেশে যুবদল নেতা আতিয়ার রহমানকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে প্রেমা রানী সাহা বলেন, আতিয়ার রহমান ভাই আমাদের প্রতিবেশী। তিনি গ্রামের সকল সনাতনীদের দেখাশোনা করেন। আজকে তাকে ফাসানো হয়েছে। আমার সাবেক স্বামীর সঙ্গে যখন যুবদল নেতা আতিয়ার রহমানের কথা হচ্ছিল, আমার মা-বাবা ও আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আমরা সবাই কথোপকথন শুনেছি।

সেখানে চাঁদাবাজি বা চাঁদা দাবির কোনো কথাই ছিল না। আতিয়ার ভাই, আমাদের পক্ষ নেয়ার কারণে তাকে ফাসিয়ে দিয়ে দল থেকে বহিষ্কার করানো হয়েছে। আমরা তাঁর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার চাই।

চুয়াডাঙ্গায় বহিষ্কৃত যুবদল নেতাকে কুপিয়ে জখম: ঢাকায় রেফার্ড

চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবদলের সাবেক সহ-ক্রীড়া সম্পাদক জাহিন শেখকে
(৩৮) এলোপাতাড়ি কুপিয়ে গুরুতর জখম করেছে দুর্বৃত্তরা।

হামলায় তাঁর বাঁ হাতের কবজি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এ ঘটনায় চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রদলের বহিষ্কৃত সহসভাপতি নাজমুল আরেফিন (কিরণ) ও তাঁর অনুসারীরা জড়িত বলে অভিযোগ উঠেছে।

শনিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ এলাকায় এ হামলার ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় জাহিন শেখকে প্রথমে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে রাতেই তাঁকে ঢাকার জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (পঙ্গু হাসপাতাল) পাঠানো হয়। তিনি চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার হাটকালুগঞ্জের পুলিশ লাইনস এলাকার রজব আলীর ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় একাধিক সূত্র জানায়, শনিবার রাতে দুর্বৃত্তরা মুঠোফোনে ডেকে জাহিন শেখকে হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ এলাকায় নিয়ে যায়।

সেখানে পৌঁছানোর পর তাঁকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে গুরুতর জখম করা হয়। হামলায় তাঁর বাঁ হাতের কবজি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। একপর্যায়ে তাঁকে মৃত ভেবে ফেলে রেখে চলে যায় হামলাকারীরা।

পরে স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের

জরুরি বিভাগে নিয়ে যান।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক নাজমুস সাকিব জানান, হাসপাতালে আনার আগেই জাহিন শেখের প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছিল। তাঁর বাঁ হাতের কবজি বিচ্ছিন্ন ছিল।

এ ছাড়া বাঁ পা ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়। তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।

ঢাকায় নেওয়ার পথে অ্যাম্বুলেন্সে থাকা অবস্থায় জাহিন শেখের দেওয়া একটি ভিডিও বক্তব্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

ভিডিওতে তাঁকে বলতে শোনা যায়, ‘আমি জাহিন শেখ। আমি সজ্ঞানে বলছি, আমার যদি কিছু হয়ে যায়, এর জন্যে কিরণ দায়ী। আর শিমরানসহ কয়েকজন ছিল। আমি কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওরা আমার গলায় এলোপাতাড়ি কোপ মারতে যায়। পেটে কোপ মেরেছে। আমার একটা হাত কেটে ওরা ফেলে দেয়। বলে, ‘দেখ, মরেছে কি না?’ তারপর পায়ের শিরা কেটে দেয়। যতক্ষণ ইচ্ছা হয়েছে, ততক্ষণ কুপিয়েছে। ধারালো সোর্ড, দা ও ডাসা দিয়ে কুপিয়েছে।’

এদিকে, শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত এ ঘটনায় থানায় কোনো মামলা হয়নি। চুয়াডাঙ্গা সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) হিমেল রানা বলেন, প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, পূর্বশত্রুতার জেরে এ হামলার ঘটনা ঘটেছে। আহত জাহিন শেখ ভিডিও বক্তব্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করেছেন। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে পুলিশ তদন্ত করছে।

যুবদলের কেন্দ্রীয় পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণায় মেহেরপুরে আনন্দ মিছিল

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের কেন্দ্রীয় পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করায় দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানিয়ে

মেহেরপুর জেলা যুবদলের উদ্যোগে আনন্দ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদের নেতৃত্বে মিছিলটি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়। বৃষ্টি উপেক্ষা করে মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে কাথুলি বাসস্ট্যান্ড এলাকায় গিয়ে শেষ হয়।

পরে সেখানে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন।

এ সময় বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ও সাবেক ভিপি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

মিছিলে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের সভাপতি হাসানুজ্জামান, মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য রোকনুজ্জামান, মেহেদী হাসান রোকন, পৌর যুবদলের সভাপতি সামিউল ইসলাম লিজন, সদস্য সচিব নওফেল আহমেদ রনি এবং যুবদলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা- কর্মীরা।

বক্তারা নবগঠিত কেন্দ্রীয় পূর্ণাঙ্গ কমিটিকে স্বাগত জানিয়ে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

দর্শনায় যুবদল ও ছাত্রদলের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের নৈরাজ্যের প্রতিবাদে চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় যুবদল ও ছাত্রদলের যৌথ উদ্যোগে এক বিশাল বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সারাদেশে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে দর্শনায় শনিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবদলের নির্বাহী সদস্য ও যুবদলের অন্যতম নেতা রকিবুল হাসান ব্রাইটের নেতৃত্বে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

বিক্ষোভ মিছিলটি দর্শনা রেলইয়ার্ড চত্বর থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে দর্শনা প্রেসক্লাবের সামনে পৌঁছে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে মিছিলটি শেষ হয়।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবদলের নির্বাহী সদস্য রকিবুল হাসান ব্রাইট। এ সময় তিনি বলেন,

“বিগত দিনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল ও ছাত্রদল দর্শনায় প্রকাশ্যে জনসম্মুখে বুক ফুলিয়ে মিছিল-মিটিং করেছে। নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগ ও যুবলীগের যদি সৎ সাহস থাকে, তবে তারা প্রকাশ্যে মাঠে এসে দেখাক। অযথা ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের চেষ্টা করে কোনো লাভ হবে না। যদি কোনো ধরনের নৈরাজ্য সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়, তবে তার দাঁতভাঙা জবাব দেওয়ার জন্য যুবদল ও ছাত্রদল রাজপথে সর্বদা প্রস্তুত রয়েছে।”

মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশে যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদলের বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী অংশ নেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবদলের সদস্য মিতুল মিয়া, সুলতান, শাহাবুদ্দিন, দর্শনা পৌর যুবদলের সদস্য হারেজ উদ্দিন, যুবদল নেতা মমিন, মিতু, রকি, জাবেদ, চঞ্চল, রনি, মদন মণ্ডল, সাগর, সোহাগ, ইউনুস, অনিক, সাজু ও মনির। দর্শনা পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আব্দুল মান্নান মাস্টার, সদস্যসচিব রাশিদুল ইসলাম, যুগ্ম আহ্বায়ক সানোয়ার হোসেন এবং যুগ্ম আহ্বায়ক আবু সাঈদ রতন। জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন, থানা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক রিয়েল ইসলাম লিওন, যুগ্ম সম্পাদক সামাউল হাসান, আরিফ হোসেন, কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি মোফাজ্জল হোসেন মোফা, সাধারণ সম্পাদক পলাশ আহমেদ, সিনিয়র সহ-সভাপতি শোয়েব আহমেদ, দর্শনা পৌর ছাত্রদলের হাসিবুল ইসলাম, শান্ত আহমেদ, ১ নম্বর সদস্য আরিফ খান, মামুন, খালিদ, সাইফুল্লাহ এবং ছাত্রনেতা আমিন, ইমন, আল-আমিন, শরিফ, সবুজসহ স্থানীয় অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।